অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 11 - 2023

ঋগবেদের সভ্যতায় নারীদের উত্থান ও অবস্থান

চন্দনেশ্বর চক্রবর্ত্তী
প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 11 originally published online November 2023

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2023 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol.11 : 2023 | **ISSN 2347-8055**

ঋগবেদের সভ্যতায় নারীদের উত্থান ও অবস্থান

চন্দনেশ্বর চক্রবর্ত্তী

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক

সংক্ষিপ্তসার

প্রাচীনতম বেদ ঋগবেদ প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে স্তোত্রে পরিপূর্ণ। ঋগবেদে নারীর মর্যাদাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে চিত্রিত করা হয়েছে। ঊষা (ভোরের দেবী) এবং মিত্র, বরুণ, রুদ্র এবং আর্যমানের মতো অনেক দেবতার মা অদিতিকে ঋগবেদে চিত্রিত করা হয়েছে। দেবী ঊষা অন্ধকার দূর করে মর্ত্যলোকে পুনর্জাগরণ করে নতুন দিন নিয়ে আসেন। রতি, রাত্রি ঊষার ভগিনী, এবং ইহার কারণ, সমস্ত প্রাণীরা দিনের পর দিন বিশ্রাম করে, অর্থাৎ ঊষা ও রতি স্বর্গের কন্যা। সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং মহাশক্তির মতো দেবীদের সমান সম্মান এবং প্রাধান্য দেওয়া হয়। নারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল, যার ফলে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারত। তাকে কোরবানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঋগ্বৈদিক যুগে ভারতে নারীরা সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাদের সামাজিক অবস্থা ভালো ছিল। তখনকার দিনে নারীদের উচ্চ বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক মান অর্জনের অনুমতি ছিল। আমরা জানি, এই যুগে অনেক নারী ঋষি ছিলেন। ঋগ্বৈদিক যুগে নারীদের সমান অবস্থান ছিল এবং তাদের শ্রেষ্ঠ অর্ধেকের চেয়ে বেশি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভূমিকাঃ

বৈদিক যুগের নারীদের বোঝা যায় প্রাথমিক বৈদিক সাহিত্য যেমন ঋগবেদ এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য যেমন সামবেদ, যযুরবেদ এবং অর্থববেদের মাধ্যমে। বৈদিক সাহিত্য বেদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সংখ্যায় চারটি: ঋগবেদ , সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ঋগবেদ হল প্রাচীনতম পরিচিত সাহিত্য যেখানে দশটি মন্ডল এবং 1028টি স্তোত্র (মন্ত্র) রয়েছে যা বেশ কয়েকটি পুরোহিত পরিবারের দ্বারা লিখিত, যার মধ্যে কিছু ব্রহ্মবাদিনী নামক 27 জন মহিলার অবদান ছিল যারা পারিবারিক জীবনও উপভোগ করেছিল।

ঋগবেদে প্রতিফলিত অবস্থান:

নারীরা তাদের স্বামীর সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কারণে তাদের সম্মানের স্থান দেওয়া হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের সাথে যোগ দেয় এবং একসাথে বলিদান করে। তারা একসাথে কোরবানী দেয়। ঋগ-বৈদিক যুগে নারীরা পুরুষের সাথে সমতার মর্যাদা ভোগ করত; তাদের অবস্থান ছিল পুরুষদের সমান। যেমন আমরা দেখেছি, তিনি এবং পুরুষরা একটি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সমাবেশে এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাদের স্বামীদের সাথে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। ঋগবেদে, শিশু ও গবাদি পশুর আকাঙ্ক্ষা স্তোত্রগুলির একটি পুনরাবৃত্ত বিষয়।

ঋগবেদ হল প্রাচীনতম পাঠ, যা প্রধানত পুরোহিতদের দ্বারা রচিত কিন্তু কিছু মহিলার দ্বারাও। ঋগবেদে, একটি সৃষ্টির গল্প রয়েছে যেখানে দেবী অদিতি পৃথিবীতে জন্ম দেন, দেবী পৃথ্বী হিসাবেও মূর্তিমান। মাদার আর্থের ভূমিকা ছিল সকল মানুষের রক্ষা করা, এবং অদিতি পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিল। প্রাচীন ভারতে অনেক শিক্ষিত মহিলা ছিল।

যেমনটি বৈদিক যুগে দেখা গেছে যখন নারী ও পুরুষ অনেক দিক থেকে সমান ছিল। যেখানে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি জনযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছিল; লিপিগুলির একটিতে একজন মহিলা ঋষি বিশ্বর উল্লেখ রয়েছে। আরও কিছু বৈদিক স্তোত্র মহিলাদের জন্য লেখা হয়েছিল, যেমন অত্রির কন্যা অপালা; ঘোষা, কাক্সিবন্ত বা ইন্দ্রাণীর কন্যা, ইন্দ্রের স্ত্রী।

ঋগবৈদিক যুগে, মর্যাদা ও অবস্থানের দিক থেকে নারীরা তাদের পুরুষ সমকক্ষের সাথে সমানভাবে বিবেচিত হত। শুধুমাত্র বিবাহিত পুরুষদেরই তাদের স্ত্রীদের সাথে অনেক অনুষ্ঠানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

এই সময়কালে, নারীরা মা হিসেবে সম্মানিত এবং মূল্যবান ছিল যারা নতুন প্রজন্মকে লালন-পালন করেছে এবং সত্য দেখতে এবং মানব সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার অপরিমেয় ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে। প্রাথমিক বৈদিক যুগে নারীরা পর্যাপ্ত শিক্ষা লাভ করত। এই যুগে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিমূলক আচরণ করা হতো।

নারী প্রতিষ্ঠানের জীব। নারীর অবস্থান এবং মর্যাদার বিষয় বিস্তৃত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সৃজনশীলতা, মেধা এবং ত্যাগের চেতনার মাধ্যমে তারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। আমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা এবং ঘোষারা কৃতিত্বের জন্য গর্বিত। তারা মন্ত্র-বোধক ছিলেন; তারা প্রচুর তপস্যা করেছিল এবং শুধুমাত্র পুরুষরা যা করতে পারে তা করেছিল। সমাজ কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। তারা প্রচুর সম্পদ এবং জমির অধিকারী ছিল এবং তাদের বংশের একমাত্র অভিভাবক ছিল। এগুলিকে দেবতা, ধারক এবং সৃজনশীল শক্তির মূর্ত প্রতীক হিসাবে দেখা হত যা মানব সমাজের বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির জন্য উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গোশা, অপাল, লোপামুদ্রা, শচী এবং বিশ্বভার স্তোত্র রচনা করেছিলেন এবং বুদ্ধিজীবী হয়েছিলেন। ঋগ্বেদিক যুগে ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করার সময় মেয়েটি বেশ কয়েকটি বিষয় অধ্যয়ন করেছিল। দর্শন এবং যুক্তিবিদ্যা ছিল দুটি বিষয় যেখানে নারীরা পারদর্শী ছিলেন। তারা ঋগবেদের শ্লোক গাইতেন। মহিলা পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে ঘোষা, লোপামুদ্রা, বিশ্বভারা, আপপালা এবং উর্বশী।

মহিলার উপনয়ন ছাড়াও, সূত্র বা অন্তর্ভুক্তির আচারও ছিল। শিক্ষা লাভের জন্য পুরুষদের মতো নারীদেরও ব্রহ্মচারী হতে হতো। ব্রহ্মচর্যের জীবন শেষ হওয়ার পরে, সম্বর্তন অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য মহীয়সীর নাম গার্গী, বারওয়া, সুলভা, মৈত্রেয়ী এবং অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত।

ঋগবেদ , প্রাচীনতম বেদ, প্রাকৃতিক ঘটনার উপর স্তোত্রে ভরা। ঋগবেদে নারীর অবস্থা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে চিত্রিত হয়েছে। উষা (ভোরের দেবী) এবং অদিতি, মিত্র, বরুণ, রুদ্র এবং আর্যমানের মতো অনেক দেবতার মা, ঋগবেদে চিত্রিত হয়েছে। দেবী ঊষা অন্ধকার দূর করে এবং মরণশীলদের পুনর্জাগরণ করে নতুন দিন নিয়ে আসেন। রতি, রাত্রি, ঊষার বোন, এবং তার কারণেই সমস্ত প্রাণী সারাদিনের কাজের পরে বিশ্রাম নেয়, অর্থাৎ ঊষা এবং রতি স্বর্গের কন্যা। সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং মহাশক্তির মতো দেবীকে সমান সম্মান ও প্রধান্য দেওয়া হয়। নারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল যা তাদের আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে দেয়। তাকে বলিদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ব্রহ্মবিদ্যা, চূড়ান্ত জ্ঞানে, আমরা গার্গী এবং মৈত্রেয়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। একটি যজ্ঞে, বিশ্বভার একজন ঋত্বিকের স্থান নেয়। স্ত্রীর ধর্মীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার ছিল এবং নিয়মিতভাবে তার স্বামীর সাথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বলিদান করেন। এমনকি ধর্মীয় বিতর্কেও নারীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করত।

ঋগ-বৈদিক যুগে পরিবার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মেয়ের নাম ছিল দুহিত্রী। যদিও সমাজ পুরুষ শিশুকে মূল্য দেয় বলে মনে হয়, ঋগবেদের ইঙ্গিতগুলি থেকে বোঝা যায় যে নারী শিশুদের সমান মূল্য দেওয়া হয়েছিল। বৈদিক যুগে, একজন পিতামাতা তার ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে চান না। তিনি তাদের সবার সাথে একই আচরণ করেছিলেন। নারীদের তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন পূর্ণভাবে যাপনের জন্য চমৎকার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। বৈদিক যুগে বিবাহকে একটি পবিত্র কাজ হিসেবে দেখা হত। কন্যাদের এই পদ্ধতিতে তাদের স্বামী বেছে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে, অবিবাহিত মেয়েরা তাদের বাবার বাড়িতে থাকতে পারে। যেহেতু মেয়েরা তাদের বিয়ের সময় বড় হয়েছিল, তাই ঋগ্বেদিক যুগে বাল্যবিবাহের কোনো রেকর্ড নেই। মহিলাদের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে একটি ছিল সন্তান ধারণ করা এবং লালনপালন করা। বেশিরভাগ বাড়িতেই মা ছিলেন বাড়ির উপপত্নী।

স্বামীর সম্পদ অনুযায়ী সমস্ত সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা সহ মহিলাদের পর্যাপ্ত পরিচর্যা করতে হবে। ঈশ্বর এমন একজন ব্যক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না যে তার স্ত্রীকে গালি দেয়। এইভাবে স্ত্রীদের ব্যবহার বা দুর্ব্যবহার করা যাবে না। প্রাচীন ভারতে নারীদের আদর্শ গৃহিণী হিসেবে গণ্য করা হতো। তারা তাদের ব্যতিক্রমী মানসিক প্রশান্তির কারণে এমনকি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিও অনায়াসে পরিচালনা করতে পারে।

নারী সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সভা এবং বিদথা হল সেই জনসভা যেখানে মহিলারা এসে অবাধে কথা বলতেন। একজন নববিবাহিত মেয়ে যখন তার স্বামীর বাড়িতে পাঠানো হয় তখন তাকে বিদথের সদস্য হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সে সময় নারীদের বার্তাবাহক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তখনকার দিনে নারীরা পুরুষদের মতোই সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। বিসপালা এবং মুদগালানিকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পথে দেখা গিয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল তারা জীবনের আগের সামরিক শিক্ষার কারণে।

ঋগ্বেদিক মহিলারা তাদের পুরুষদের রাজনৈতিক বিষয়ে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। ব্যাখ্যা করার জন্য, বিসপালা লড়াইয়ে একটি পা হারিয়েছিলেন এবং একটি লোহার পা যোগ করে অ্যাসভিনদের দ্বারা নিরাময় হয়েছিল।

কিছু ত্যাগ, যেমন রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ এবং সর্বমেধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে যুক্ত। অশ্বমেধ যজ্ঞে ভগবান সবিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রমাণগুলি ইঙ্গিত করে যে ঋগ্বেদিক যুগে মহিলাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব প্রবর্তিত হয়েছিল এবং পূর্ণ শক্তিতে অব্যাহত ছিল।

নারীদের দেওয়া হয়েছিল উচ্চপদে। বলা হয়ে থাকে যে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা সম্ভাব্য স্বামীদের সাথে দেখা করার জন্য অসংখ্য উৎসব এবং জনসমাবেশে যোগ দিতেন এবং তাদের মায়েরাও তাদের তা করতে দিতেন। বৈদিক মহিলাদের অপরিহার্য দায়িত্বগুলির মধ্যে একটি ছিল তাদের সন্তানদের লালন-পালন করা এবং তাদের প্রতিপালন করা। একটি ঋগবৈদিক স্তোত্র অনুসারে, মহিলাদের বলিদান করা, বস্ত্র বুনানো, গাছপালা সেচ করা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের চাহিদা পূরণ করা উচিত। বৈদিক নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ছিল। কিছু মহিলা শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। বাড়িতে কাপড় কাটা ও বুনন করা হতো। উৎপাদনের জায়গা ছিল বাড়িতে। নারীরাও তাদের স্বামীদের কৃষিকাজে সহায়তা করেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যেমন গয়না এবং পোশাক, মহিলাদের জন্য অনুমোদিত ছিল। একজন মহিলা মারা গেলে তার সম্পত্তি তার মেয়েদের কাছে চলে যায়।

কখনও কখনও, তার স্বামী পুত্র ছাড়া মারা গেলে, বিধবা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। স্ত্রীধনের বিধানটি বেশ সীমিত ছিল, শুধুমাত্র তার বিবাহের সময় তাকে দেওয়া গহনা, অলঙ্করণ এবং উপহারের উপর স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে প্রসারিত। যেসব কন্যা বিবাহিত হয়নি তাদের পিতার সম্পত্তির অংশ ছিল। একটি ছেলে ছাড়া, মেয়ে তার বাবার সম্পত্তির একচেটিয়া আইনি অধিকার রাখে। মায়ের সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর তার পুত্র এবং অবিবাহিত কন্যাদের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হয়েছিল।

ঋগবৈদিক যুগে, ভারতে নারীরা সমাজে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করত। তাদের সামাজিক অবস্থা ভালো ছিল। সেই সময়ে, মহিলাদের উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক মান অর্জনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আমরা জানি, এই সময়ে অনেক নারী ঋষি ছিলেন। ঋগবৈদিক যুগে নারীদের সমান অবস্থান এবং শ্রেষ্ঠ অর্ধেক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের মহিলাদের চরিত্র এবং বুদ্ধি অতীতে মহিমান্বিত ছিল, এবং পুরানো রীতিনীতিগুলি সম্মানিত ছিল। পরমের চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের সমান ছিল। ঋগবৈদিক যুগে (1500-1000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নারীদের মাতৃদেবী (শক্তি) হিসাবে গণ্য করা হত, যা সহনশীলতা এবং ত্যাগের জন্য একটি বিশাল ক্ষমতা সহ জীবনের প্রতীক। তাই তারা সমাজে সম্মানজনক স্থান করে নিয়েছে।

উপসংহার: আমরা দেখেছি যে প্রাথমিক বৈদিক যুগে নারীদের অবস্থান ছিল সম্মানজনক। নারী সমাজে সম্মানিত ছিল। তাদেরকে পুরুষের সমান সম্মান দেওয়া হতো। কখনও কখনও আমরা দেখেছি যে, নারীর উপস্থিতি ছাড়া যজ্ঞ পরিচালিত হত না। যেমন আমরা দেখেছি, একসাথে মেয়েরা এবং পুরুষরা একটি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সমাবেশে এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাদের স্বামীদের সাথে ত্যাগ

স্বীকার করেছিলেন। হতে পারে প্রাচীন সময়ের কিন্তু তৎকালীন সময়ে মেয়েদের যে সন্মান ও তাদের যে পদমর্যাদা ছিল না নিঃসন্দেহে আজকের সময়ে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্রঃ

[1] Bader, C. (2013). Women in Ancient India. Trubner's Oriental Series, Routledge, ISBN: 1136381333, 9781136381331.

[2] Chakravarti,U.(1988).Beyond the Altekarian Paradigm: Towards a New Understanding of Gender Relations in Early Indian history.Social Scientist, 16(8), 44-52.

[3] Jayapalan. (2001). Indian Society and Social Institutions. Atlantic Publishers, ISBN: 978- 81-7156-925-0, p. 145.

[4] Jaiswal, A. (2019). Indigenous Knowledge System and Traditional Medicinal. Journal Anthropology and Ethnology Open Access Journal, 2 (2), 1-8

[5] Jaiswal, A. (2016). Cultural Evolution of Man During Palaeolithic Period. International Journal of Current Research and Modern Education, 1(1), 65-75.

[6] Jaiswal, A. (2014). An anthropological vision on the impact of globalization on Indian rural women: A critical reality. Arts and Social Sciences Journal, 5(2), 1-9.

[7] Sharma, R.S. (2011). Economic History of Early India, Viva Books, ISBN: 9788130910123

[8] Singh, Anita. Economic Condition of Women in Ancient India (c. 1500 B.C to 1200 A.D.), Pilgrims Publishing, ISBN: 9788177698442

লেখক পরিচিতি:

চন্দনেশ্বর চক্রবর্ত্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করেন। তিনি বর্তমানে শিক্ষকতার পাশাপাশি, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষনা করেন, এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে চর্চা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিবন্ধ লেখেন।